ঝিনাইদহে নিষিদ্ধ সংগঠন “আনসার আল ইসলাম’র দুই সদস্য গ্রেফতার, বোমা তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার

ঝিনাইদহে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন “আনসার আল ইসলাম’র দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের এন্টিটেররিজম ইউনিট (এটিইউ)।

রোববার রাতে সদর উপজেলার সাগান্না গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো- সাগান্না মঙ্গলপাড়া এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ইনামুল হক (২৪) ও মসজিদ পাড়া এলাকার মৃত আহম্মেদ আলীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম (২৩)।

সোমবার দুপুরে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে সাগান্না গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় দুটি মোবাইল ফোন, ২৪টি সিমকার্ড, ৫টি মেমোরি কার্ড, জিহাদি বই এবং বিপুল পরিমান বৈদ্যুতিক তারসহ বোমা তৈরীর বিভিন্ন উপাদান উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার করা হয় ইনামুল হক ও সিরাজুল ইসলাম নামের ২ জনকে গ্রেফতারকৃতরা পুরাতন মোবাইল ফোনের ব্যাটারী বৈদ্যুতিক তার ও বোমা তৈরীর অন্য উপাদান দিয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরীর বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে আসছিল বলে জানিয়েছে এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ)।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে আসছে। গ্রেফতারকৃতরা ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদী কার্যক্রমে তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নির্দেশনা অনুযায়ী আজকে আমরা যে সকল ব্যক্তি চলাচলে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিদের মাঝে ট্রাই সাইকেল বিতরণ করেছি। এর আগেও আমরা বিভিন্ন অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন এই দশটি ট্রায় সাইকেলই শেষ নয়, আগামী তে আরও বিতরণ করা হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম।

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে হতে পারে যেসব ক্ষতি

কাজের চাপ ও হাতে সময় কম থাকার কারণে অনেক সময় আমরা খাবার খেতে তাড়াহুড়ো করি। এমনও হয় যে দাঁড়িয়ে খাওয়া শুরু করি। এ কাজ কখনও করবেন না।

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে মানসিক চাপ বাড়ে ও হজম ব্যাহত হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। এই অভ্যাস থাকলে আজই পরিবর্তন করুন। বসে স্থির হয়ে ধীরে ধীরে খেতে হবে।

দাঁড়িয়ে খাবার খেলে তা সরাসরি পাকস্থলীতে চলে যায়। এতে খাবার সঠিকভাবে হজম হয় না ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। আর খাদ্যনালি, পাকস্থলীতে কোনও সমস্যা না থাকলেও হতে পারে অ্যাসিডিটির সমস্যা।

খাবার ঠিকমতো হজম না হলে এর প্রভাব পুরো শরীরে পড়ে। কারণ বদহজম নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। বদহজম হলে গ্যাস, পেট ফাঁপা, খাবার জমাট হয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালা ও অবসাদ দেখা দেয়।

কী করবেন?

কখনও দাঁড়িয়ে খাবার খাবেন না। এছাড়া হজমশক্তি বাড়াতে

ফাইবারসমৃদ্ধ ও পূর্ণ শস্য খাবার, সবুজ শাকসবজি ও ফল খেলে পরিপাকতন্ত্র ভালো থাকে।

সেই সঙ্গে খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া ও প্রচুর পরিমাণ পানি খেতে হবে। বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের প্রস্তুত্তি সভা

আগামী ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেত্রীবৃন্দদের চুয়াডাঙ্গা সফর উপলক্ষে প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভা করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগ। সফরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কর্মসূচি রেখেছে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির মধ্যে এতিমদের মাঝে মৌসুমী ফল বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা।

কর্মসূচিকে সুন্দর করার লক্ষে উপজেলা কৃষকলীগ একটি প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় জেলা কৃষকলীগে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের মহিলা সম্পাদিকা কাউন্সিলর সামসাদ রান (রাঙ্গাভাবী)।

উপজেলা কৃষকলীগের দপÍর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় আরো বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা সৌমিন্দ্রনাথ সাহা, ফজলুর রহমান, মঞ্জিল হোসেন, রানা মাস্টার, বদর উদ্দিন, ছারোয়ার হোসেন, শাকের আলী, আমিরুল ইসলাম, অভিমান্য কুন্ডু,আব্দুল সালাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ইভেন্টে ৪০০, ৫০০ টাকা খরচ না করলে যেনো হয়ই না। গেমটি তে প্রথমে কোনো খরচ লাগে না যখন গেমটিতে পুরো পুরি ভাবে মনোযোগ দিয় তখন দেখি গেমের ভিতরে এমন কিছু জিনিজ আছে যে গুলো না কিনলে নয়। যেমন, অলকের দাম ৪০০ টাকা, একটা প্লিয়ারে জারছি ৩০০ টাকা নতুন ইভেন্ট আসলেই ২০০০ এর নিচে যাইনা। সম্পূর্ণ ড্রেস কিনতে লাগে ১২০০ টাকা আর রেগুলার ইভেন্টের কথা তো বাদই থাকে।

মেহেরপুরের ক্রিয়া সংগঠক শাহিনুর রহমান রিটন জানান, মেহেরপুরে ক্রীড়া সংস্থাগুলো করোনাভাইরাস এর জন্য বন্ধ আছে তার সাথে স্কুল-কলেজ বন্ধ তাই সকল প্লেয়ার বা ছাত্ররা দীর্ঘ সময় বাড়িতে কাটাচ্ছে। তখন তারা এন্ড্রয়েড ফোন পেয়ে অনলাইন গেমস বা ফ্রী ফায়ার ও পাবজি নিয়ে পড়ে থাকে। এতে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেখান থেকে বাহির হওয়া খুবই দায়। মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে খেলোয়ার নিয়েও আশঙ্খায় আছেন তিনি।

উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে লেখাপড়ায় অনেক ক্ষতি হয়েছে বাসাতে শিক্ষার্থীরা থাকলেও লেখাপড়া তেমন কেউ করছে না। তারি ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছি অনলাইন গেম ফ্রি ফায়ার ও পাবজি গেম এর প্রতি আসক্ত অনেক শিক্ষার্থী। যেটা অনেক খারাপ প্রভাব পড়েছে লেখাপড়ার দিক দিয়ে।

আপনারা জানেন জে. এস. সি, এস.এস.সি, এইচ.এস.সি পরীক্ষা সাময়িক ভাবে বন্ধ আছে। তাই শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়েছে লেখাপড়ার দিকে। তার ভিতরে আবার এই অনলাইন গেমস ফ্রী ফায়ার ও পাবজি যেটাতে আসক্ত সব বয়সের শিক্ষার্থীরা।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারে বেড়েছে সবজির দাম

এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেহেরপুর কাঁচা বাজারে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম।

রবিবার সকালে মেহেরপুর কাঁচা বাজার ঘুরে জানা গেছে, প্রতিকেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। তিনদিন আগেও যা বিক্রি হয়েছে ১৫০, ১৩০ টাকা কেজি দরে। ৩৫ টাকা কেজির আলু বিক্রি হচ্ছে ৩৭-৩৮ টাকায়। প্রায় সব সবজির কেজি ৬০-৮০ টাকা। কোনও কোনও সবজি বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। শাকের দাম আকাশ ছোঁয়া। যেকোনও ধরনের শাক ৩০-৪০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি হয়েছে।

বন্যায় দেশের বিভিন্ন জেলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তলিয়ে গেছে ফসলের ক্ষেত। এসব ক্ষেতের ফসল, সবজি, কাঁচা মরিচ বন্যার পানিতে পচে গেছে অনেক আগেই। ফলে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বাড়তির দিকে। বন্যার পানি পুরোপুরি নেমে যাওয়ার পর নতুন করে কাঁচা মরিচ, সবজি চাষাবাদ না করা পর্যন্ত বাজারে এসব পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক হবে না, দামও কমবে না।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী আসকার, আক্তার, মোমিন, বকশো শেখ ও কালাম জানান এক সপ্তাহ আগে যে সবজি গুলোর দাম কম ছিলো এখন তা প্রতি কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা দরে বেড়েছে, যার মধ্যে পটল এক সপ্তাহ আগে কিন্তাম ২৫ টাকা এখন চাষীদের কাছ থেকে কিনছি ৩৫ টাকা ও বিক্রয় করা হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা দরে।

বেগুন এক সপ্তাহ আগে ছিলো ৩৫ টাকা এখন ৪৫ টাকা দরে বিক্রয় করছি, পটল আগে ছিল ৩০ টাকা এখন বিক্রয় করছি ৩৫ থেকে ৪০ টাকা দরে।

শৈলকুপায় বিষধর সাঁপের কামড়ে ২শিশুর মৃত্যু, ২০ দিনের ব্যবধানে মারা গেল ৬জন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিষধর সাঁপের কামড়ে ২শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুহয়েছে । শনিবার রাতে পৌর এলাকার চতুড়া ও দুধসর ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, উপজেলার পৌর এলাকার চতুড়া গ্রামের শুভ’র ছেলে রাব্বি

(৫) রাতে বাবা মায়ের পাশে ঘুমিয়ে ছিল। এসময় ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু ছেলেটিকে সাঁপে কামড় দেয়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকুপা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে। সেখানে ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে শিশুটি মারা যায়।

এছাড়া দুধসর ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে বিল্লাল হোসেনের ছেলে তাহসিন (৯) ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিল। রাত ২টার দিকে বিষাক্ত সাপে কামড় দেয়। পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভোরে ছেলেটি মারা যায়।

শিশুটির পিতা বিল্লাল হোসেন জানায়, তার ছেলেকে সাঁপে কামড় দিলে প্রথমে ওঝা কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলে ছেলেটি সুস্থ্য হয়ে যায় ।

নিশ্চিত হতে মনের সন্দেহ দূর করতে ছেলেকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে ছেলেটি মারা যায়। অভিযোগ করে বলেন, সুচিকিৎসা পাবার আশায় হাসাপাতালে সাপ ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে সঠিক চিকিৎসা না দিয়ে অবহেলা করা হয়েছে। প্রথমে হাসপাতালে কোনো ডাক্তার ও নার্স ডেকে পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসী জানায়, সাপে কাটা রোগিগুলো হাসপাতালে নিয়ে ইনজেকশন দেবার সাথে সাথে মারা যাচ্ছে। সব সমস্যার সমাধান হলেও এই সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারছেনা। এই শাখাকানন, কালাচ নামে পরিচিত সাঁপে কামড়ানো ব্যক্তিদের বেঁচে যাওয়ার রেকর্ড খুবই কম।

তাহলে কেন এর এন্টিভেনম ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রাখা হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত হাসপাতালে যেয়ে কেউ বাঁচতে পারিনি।

এদিকে সাঁপের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকাবাসী আতংকিত হয়ে পড়েছে। ২০ দিনের ব্যবধানে শৈলকুপা উপজেলায় সাঁপের কামড়ে ৪ শিশুসহ ৬জনের মৃত্যুহয়েছে। সাঁপের উপদ্রব বন্ধে ও সাঁপে কাটা রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জেলাবাসীর অভিযোগ।

গাংনীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিছন্নতা কার্যক্রম শুরু

“আমার স্বাস্থ্য আমার দায়িত্ব” এই স্লোগান কে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ব্যাপী সপ্তাহ জুড়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিছন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গাংনী উপজেলার ৮৯ গ্রামে একযোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার অভিজান শুরু হয়। এতে করে প্রতিটি গ্রামের ‘গ্রাম উন্নয়ন দল ও গ্রাম ভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পেইন শুরু হয়।

উক্ত ক্যাম্পেনে বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা, মশা নিধনে স্প্রে করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সকলে নিজের বাড়ি ঘরকে পরিষ্কার রাখতে সকলে সচেতন হয় সেই লক্ষে কাজ করছে।

গাংনী উপজেলার ৩ হাজার সেচ্ছাসেবক ডেঙ্গু প্রতিরোধে সপ্তাহ ব্যাপি কাজ করে যাবে। তারা সেচ্ছায় নিজের গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গু মশা যাতে আমাদের আক্রান্ত না করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উক্ত ক্যাম্পেইন করতে সহায়তা করেন, বেসরকারি সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাথুলী ইউনিয়নের ইউ সি বাশারুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পেনে বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা, মশা নিধনে স্প্রে করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সকলে নিজের বাড়ি ঘরকে পরিষ্কার রাখতে যাতে সকলে সচেতন হয় সেই লক্ষে কাজ করছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বামুন্দি ইউনিয়নের ইউ সি হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, গাংনী উপজেলার ৩ হাজার সেচ্ছাসেবক ডেঙ্গু প্রতিরোধে সপ্তাহ ব্যাপি কাজ করে যাবে। তারা সেচ্ছায় নিজের গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গু মশা যাতে আমাদের আক্রান্ত না করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন

বলেন, আমাদের নিজেদের এলাকা নিজে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এজন্য আমাদের প্রশিক্ষণ ইয়ুথ লিডার ও সেচ্ছাব্রতিরা যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা সাধুবাদ জানাই উক্ত কাজকে। আমাদের প্রজেক্টর তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা চলছে। গাংনী উপজেলার সকল মানুষকে উক্ত কাজে যুক্ত হবার আহবান জানায়।